সংবাদ

3 0 AUG 2008

বরিশালে ৩ শতাধিক স্কুলের বেতন বন্ধ : বাদ মাদ্রাসাগুলো

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বিমুখী নীতির কারণে বরিশাল বোর্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেখা দিয়েছে চরম হতাশা। এসএসসিতে ৫ জনের কম পাস করায় মন্ত্রণালয় বরিশাল বোর্ডের ৩ শতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা আকস্মিকভাবে স্থগিত করে দিয়েছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে দাখিল পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের পরও ছাড় দেয়া হয়েছে মাদ্রাসাগুলোকে। অথচ বিদ্যালয়ের চেয়ে মাদ্রাসার ফলাফল খারাপ হলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের ৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব সই করা দুইটি পত্র গত ২ জুলাই বরিশাল বোর্ডে আসে। পত্র দুইটির স্মারক নং শা: ১৩/ফবি/৫-১/২০০৭/৩৩৭ ও ৩৩৮। পৃথক দুইটি চিঠিতে এসএসসিতে খারাপ ফলাফলের জন্য ৭ শিক্ষা বোর্ডের ৫১১টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। এ তালিকা অনুসারে স্বীকৃতি বাতিল হওয়া ৫১১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১১২টি, কুমিল্লা বোর্ডে ৩০টি, চট্টগ্রাম বোর্ডে ২৪টি, রাজশাহী বোর্ডে ১৪৭টি, যশোর বোর্ডে ৪৫টি, বরিশাল বোর্ডে ১০৬টি এবং সিলেট বোর্ডে ৪৭টি স্কুল ছিল। এরপর আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যাংকে পাঠান হয় আরও একটি চিঠি। এ চিঠিতে ৫ জনের কম পাস করায় বরিশাল বোর্ডের ৩১৩টি স্কুলের বেতন-ভাতা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। অনেক স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা তুলতে গিয়ে দেখেন তাদের বেতন স্থগিত করা হয়েছে।
ব্যাপারে রূপালী ব্যাংকে যোগাযোগ ক
জানা গেছে কোন মাদ্রাসার বেতন বন্
নির্দেশ তারা এখনও পায়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র ম
স্কুলগুলোর মত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে
আওতাধীন খারাপ ফল করা একাধি
মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শিক্
মন্ত্রণালয়। কিন্তু মাদ্রাসা বোর্ডে
চেয়ারম্যানের ত্বরিৎ হস্তক্ষেপে রেহাই পে
যায় মাদ্রাসাগুলো। ফলে একই দেশে শিক্
প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের নিয়মের কারণে হতা
ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গে

বন্ধ : পৃ: ২ ক: ৭

বন্ধ : বেতন

প্রথম চিঠি পেয়ে ওই স্কুলগুলোকে ক
দর্শানোর নোটিশ দেয়ার সিদ্ধান্ত (
কিন্তু মন্ত্রণালয় আকস্মিকভাবে শি
কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ করায় ত
কিছুটা হতবাক হন। এ ক্ষেত্রে তাদের
মতামত নেয়া হয়নি। বেতন বন্ধের
মন্ত্রণালয় বোর্ডের কাছে ২০০৮ স
ফলাফল চেয়ে পাঠিয়েছে। বেতন বন্ধ
স্কুলগুলোর মধ্যে যেগুলোর ফলাফল
তার উর্ধ্বে পাস করেছে তাদের বেতন-
ছেড়ে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরি
খোন্দকার অলিউল ইসলাম জানান।
দুই মাস পার হলেও এখন মন্ত্রণা
কোন উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

জানা গেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা
করে বেতন বন্ধের সিদ্ধান্তটি নেয়।
ভুলত্রুটি রয়ে যায় অনেক। ঝা
জেলার একটি স্কুলে ২২ জন পাস
পরও ৫ জনের কম পাস করেছে
অজুহাতে বেতন-ভাতা স্থগিত করা হ
আবার কারণ দর্শানোর জবাব পা
এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জবাব না
কথা বলে বেতন স্থগিত করা হয়েছে
হওয়া স্কুলগুলোর শিক্ষক কর্মচারীরা
ধরনা দিচ্ছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা
অধিদপ্তরে। রমাজান শুরু হতে আর
দিন বাকি। এ অবস্থায় জুলাই ও
মাসের বেতন-ভাতা বন্ধ থাকায় মা
জীবনযাপন করছেন কয়েক হাজার শি
কর্মচারী।